২০১৯-২০২০ অর্থবছরের বার্ষিক কার্যক্রমের তথ্য/ প্রতিবেদন

১। ভূমিকা :

দেশের তৃণমূল পর্যায়ে সংস্কৃতি চর্চা প্রচার ও প্রসারের মাধ্যমে সংস্কৃতিমনস্ক মানবিক বাংলাদেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় নিরন্তর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এ মন্ত্রণালয়ের আওতায় ০১ জুলাই ১৯৮৮ তারিখে প্রতিষ্ঠার পর হতে বান্দরবান ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট বান্দরবান পার্বত্য জেলায় স্থায়ীভাবে বসবাসরত মারমা, ম্রো, ত্রিপুরা, বম, তঞ্চঙ্গ্যা, চাকমা, চাক, খেয়াং, খুমী, লুসাই ও পাংখোয়া অর্থাৎ ১১টি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর জনগণকে অসাম্প্রদায়িক চেতনাসম্পন্ন, সংস্কৃতিমনস্ক, সৃজনশীল ও আলোকিত পার্বত্য ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী হিসেবে গড়ে তোলার রূপকল্প বাস্তবায়নে বিভিন্ন ধরনের ব্যাপক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে চলেছে। ইতোমধ্যে তাদের কৃষ্টি, সংস্কৃতি, ইতিহাস, ঐতিহ্য, লোকশিল্প, মাতৃভাষা, বর্ণমালা, সাহিত্য, রীতিনীতি, প্রথা ইত্যাদি সংরক্ষণ, লালন, উন্নয়ন ও বিকাশ সাধন করার অভিলক্ষ্যে এ ইনস্টিটিউটের সার্বিক কর্মকাণ্ডকে অধিকতর জনসম্পৃক্ত এবং গণমুখী ও সেবাধর্মী করা হয়েছে। সর্বোপরি হিন্দু-মুসলিম-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান-পাহাড়ি-বাঙালি বহু ভাষাভাষী বহু জাতি-গোষ্ঠীর বহুরঙা সংস্কৃতি আর সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির ঐতিহ্যে লালিত এ জেলাবাসী সকলের সম্মিলিত প্রয়াসে রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নে সফল ভূমিকা রেখে ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশের উপযোগী একটি আধুনিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তুলতেই এ ইনস্টিটিউটের অব্যাহত অগ্রযাত্রা।

২। ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান আইন :

নবম জাতীয় সংসদে বিগত ০৫ এপ্রিল ২০১০ তারিখে বাংলাদেশের বিভিন্ন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের অনন্য বৈশিষ্ট্যপূর্ণ আঞ্চলিক সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও বিকাশের লক্ষ্যে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা ও আনুষঙ্গিক বিষয়াদি সম্পর্কে 'ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান আইন, ২০১০' (২০১০ সনের ২৩ নং আইন) পাশ করা হয়েছে। এ আইন জারির প্রেক্ষিতে ইনস্টিটিউট সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন স্বতন্ত্র আইনগত সত্ত্বাবিশিষ্ট সংবিধিবদ্ধ একটি সংস্থা হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে ও প্রতিষ্ঠানের পূর্বনাম উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, বান্দরবান'এর স্থলে বর্তমান নাম হয়েছে **ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, বান্দরবান**।

৩। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের সম্পাদিত কার্যাবলি :

ক॥ সংস্কৃতি শাখার কার্যাবলি :

০১) এক মাস মেয়াদি মারমা, বম, ম্রো, তঞ্চঙ্গ্যা, ত্রিপুরা ও খেয়াং সংগীত, নৃত্য, বাদ্য, কবিতা আবৃত্তি ও প্রমিত উচ্চারণ এবং চিত্রাঙ্কন (কেবল শিশুদের জন্য) প্রশিক্ষণ কোর্স আয়োজন ২১টি। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ৫৫৬ জন।

০২) সাত কর্মদিবস মেয়াদি কর্মশালাভিত্তিক অভিনয় প্রশিক্ষণ কোর্স আয়োজন ৩টি এবং ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভাষায় নাটক, থিয়েটার ও লোকনাট্য মঞ্চায়ন কর্মসূচির আওতায় মারমা, তঞ্চঙ্গ্যা ও ম্রো ভাষায় নাটক মঞ্চায়ন ৩টি। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ৫৩ জন।

০৩) বান্দরবান পার্বত্য জেলার সকল তথা ১১টি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সংগীত ও নৃত্য বিষয়ে 'ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ২০১৯' ও বিভিন্ন জাতীয় দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা আয়োজন ৫টি। পুরস্কার ও প্রশংসা পত্র বিতরণী এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন ১২টি। প্রদত্ত পুরস্কারের সংখ্যা ৫৭৬টি।

০৪) ১৫ আগস্ট ২০১৯ স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৪তম শাহাদত বার্ষিকীতে 'জাতীয় শোক দিবস ২০১৯' পালন উপলক্ষে তিন দিনব্যাপী সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা, আলোচনা সভা এবং ইনস্টিটিউটের শিল্পী ও শিক্ষার্থীদের পরিবেশনায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান 'হে মহাবীর বঙ্গবন্ধু' আয়োজন করা হয়। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে জাতির পিতার উদ্দেশ্যে নিবেদিত গান পরিবেশন, জাতির পিতার উদ্দেশ্যে রচিত কবিতা আবৃত্তি, জাতির পিতার ৭ মার্চের ভাষণ আবৃত্তি, জাতির পিতার 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' ও 'কারাগারের রোজনামচা' পাঠ করা হয়। অনুষ্ঠানশেষে এ উপলক্ষে আয়োজিত সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার পুরস্কার ও প্রশংসা পত্র বিতরণ করা হয়। প্রদত্ত পুরস্কারের সংখ্যা ১০৪টি।

০৫) গত ০২ নভেম্বর ২০১৯ বান্দরবান ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউটের উদ্যোগে বান্দরবান সদর উপজেলার গুংগুরু মধ্যম পাড়ায় জনাব চিং সা উ খেয়াং'এর জুমে খেয়াংদের নবান্ন উৎসব 'ব্যুটাহ প্যই ২০১৯' আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব বীর বাহাদুর উশৈসিং, এমপি প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

০৬) গত ০৮ নভেম্বর ২০১৯ বান্দরবান ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউটের উদ্যোগে বান্দরবান সদর উপজেলার রেইছা সিনিয়র পাড়ায় জনাব তাংগুলা তঞ্চঙ্গ্যা'এর জুমে তঞ্চঙ্গ্যাদের নবান্ন উৎসব 'নোয়া ভাত খানা ২০১৯' আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব বীর বাহাদুর উশৈসিং, এমপি প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

০৭) গত ৫ মার্চ, ১২ মার্চ ও ১৩ মার্চ, ২০২০ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে তিন দিনব্যাপী সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার ও প্রশংসা পত্র বিতরণী অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। প্রদত্ত পুরস্কারের সংখ্যা ২৭টি।

খ॥ <u>গবেষণা ও প্রকাশনা শাখার কার্যাবলি</u> :

০১) দুই মাস মেয়াদি মারমা, বম, ম্রো, তঞ্চঙ্গ্যা, চাক, ত্রিপুরা ও খুমী অর্থাৎ ৭টি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মাতৃভাষার বর্ণমালার মাধ্যমে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভাষা শিক্ষা কোর্স (অক্ষর জ্ঞান) আয়োজন ১৯টি। শিক্ষা গ্রহণকারী শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৫৩৭ জন।

০২) স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় এবং সমপর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ছাত্রছাত্রীদের মাতৃভাষায় লিখতে, পড়তে ও বলতে পারার দক্ষতা পরীক্ষা এবং সার্বিক ক্ষেত্রে মান উন্নয়ন করার উদ্দেশ্যে মারমা, বম, ম্রো, তঞ্চঙ্গ্যা, চাক, ত্রিপুরা ও খুমী অর্থাৎ ০৭টি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মাতৃভাষার বর্ণমালার মাধ্যমে 'মাতৃভাষায় সাহিত্য প্রতিযোগিতা ২০১৯' এবং স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় এবং সমপর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সকল ছাত্রছাত্রীর জন্য উন্মুক্ত রেখে পার্বত্য চট্টগ্রাম ও ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী বিষয়ক 'রচনা প্রতিযোগিতা ২০১৯' আয়োজন করা হয় এবং বিজয়ীদের পুরস্কার ও প্রশংসা পত্র বিতরণ করা হয়। ৮টি প্রতিযোগিতায় প্রদত্ত পুরস্কারের সংখ্যা ১৮৮টি।

গ॥ <u>গ্রন্থাগার ও জাদুঘর শাখার কার্যাবলি</u> :

০১) দুই মাস মেয়াদি মারমা, তঞ্চঙ্গ্যা, ম্রো, খুমী ও ত্রিপুরাদের ঐতিহ্যবাহী তাঁত বুনন ও পোশাক তৈরি প্রশিক্ষণ কোর্স আয়োজন (কেবল নারীদের জন্য) ০৬টি। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রশিক্ষণার্থী অর্থাৎ নারী তাতীর সংখ্যা ১১১ জন।

০২) ইনস্টিটিউট জাদুঘরে সংরক্ষণ ও প্রদর্শনের জন্য ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর দুষ্প্রাপ্য সামগ্রী ও প্রত্নবস্তু সংগ্রহ ১৮টি।

৪। **২০২০-২০২১ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা** :

০১) এক মাস মেয়াদি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সংগীত, নৃত্য ও বাদ্য, কবিতা আবৃত্তি ও প্রমিত উচ্চারণ এবং চিত্রাঙ্কন (কেবল শিশুদের জন্য) শিক্ষাদানের ২২টি কোর্সে মোট ৫৮০ জন দক্ষ শিল্পী তৈরি করা।

০২) সাত কর্মদিবস মেয়াদি কর্মশালাভিত্তিক ৩টি অভিনয় প্রশিক্ষণ কোর্স আয়োজনের মাধ্যমে মোট ৫৩ জন দক্ষ শিল্পী তৈরি করা এবং প্রশিক্ষণার্থীগণের অংশগ্রহণে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভাষায় ৩টি নাটক ও থিয়েটার মঞ্চায়ন করা।

০৩) আবহমান বাংলা সংস্কৃতির চার বছর মেয়াদি কণ্ঠ সংগীত শিক্ষা কোর্স ও নৃত্য শিক্ষা কোর্স (উভয় কোর্সে ছোট শিশুদের জন্য আলাদা শাখার ব্যবস্থা) এবং যন্ত্র সংগীত (তবলা) শিক্ষা কোর্স আয়োজনের মাধ্যমে মোট ১০২ জন দক্ষ শিল্পী তৈরি করা।

০৪) জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান'এর জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা আয়োজনের মাধ্যমে মোট ২৮ জন প্রতিযোগীকে পুরস্কার ও প্রশংসা পত্র বিতরণ করা।

০৫) জাতীয় শোক দিবস ২০২০, মহান বিজয় দিবস ২০২০, মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২১, মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ২০২১, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৬০তম জন্মবার্ষিকী, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ১২২তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা, শুভ বাংলা নববর্ষ ১৪২৮ ও সাংগ্রাইং-সাংক্রাইং-সাংরান-চাংক্রান-বিজু-বিষু-বৈসু উৎসব উদ্‌যাপন উপলক্ষে বর্ষবরণ সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা এবং ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতাসহ মোট ৯টি প্রতিযোগিতা আয়োজনের মাধ্যমে মোট ৮১২ জন প্রতিযোগীকে পুরস্কার ও প্রশংসা পত্র বিতরণ করা এবং বিভিন্ন জাতীয় দিবস উদ্‌যাপন ও প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী উপলক্ষে মোট ১৬টি অনুষ্ঠান আয়োজন করা।

০৬) শুভ বাংলা নববর্ষ ১৪২৮ ও সাংগ্রাইং-সাংক্রাইং-সাংরান-চাংক্রান-বিজু-বিষু-বৈসু উৎসব এবং অন্যান্য উৎসব উপলক্ষে মোট ১০২ জন বিশেষজ্ঞ আলোচক ও রিসোর্স পারসনের অংশগ্রহণে ২টি কর্মশালা আয়োজন করা।

০৭) বিভিন্ন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ২৩৭ জন লোকশিল্পীর অংশগ্রহণে ৩টি লোকসাংস্কৃতিক উৎসব আয়োজন এবং ৪টি পিঠামেলায় মোট ৩৭টি পিঠা প্রদর্শনের মাধ্যমে গ্রামীণ ও লোকজ পিঠা তৈরির কৃষ্টি লালনে উৎসাহ প্রদান করা।

০৮) ৭টি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মাতৃভাষার অক্ষর জ্ঞান শিক্ষার দুই মাস মেয়াদি ১৯টি কোর্স আয়োজনের মাধ্যমে তাদের মাতৃভাষা ও বর্ণমালা সংরক্ষণ ও সমৃদ্ধকরণে সহায়তা প্রদান এবং অক্ষর জ্ঞানসম্পন্ন মোট ৫৪০ জন শিক্ষার্থী তৈরি করা।

০৯) ৭টি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মাতৃভাষার বর্ণমালার মাধ্যমে তাদের স্ব স্ব মাতৃভাষায় সাহিত্য প্রতিযোগিতা এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম ও ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী বিষয়ক বাৎসরিক রচনা প্রতিযোগিতা আয়োজনের মাধ্যমে মোট ১৯০ জন প্রতিযোগীকে পুরস্কার ও প্রশংসা পত্র বিতরণ করা। এর পাশাপাশি বিভিন্ন জাতীয় দিবস ও উৎসব উদ্‌যাপন উপলক্ষে সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা আয়োজনের মাধ্যমে প্রতিভাবান লেখক ও সাহিত্যিক সৃষ্টিতে সহায়তা প্রদান করা।

১০) বিভিন্ন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ঐতিহ্যবাহী তাঁত বুনন ও পোশাক তৈরির দুই মাস মেয়াদি ৬টি প্রশিক্ষণ কোর্স আয়োজনের মাধ্যমে মোট ১১৫ জন দক্ষ নারী তাঁতী তৈরি করা এবং তাদের নিজস্ব পোশাকের বৈচিত্র্যপূর্ণ ঐতিহ্য ও প্রযুক্তি লালনে সহায়তা প্রদান করা।

১১) ইনস্টিটিউট জাদুঘরের জন্য ১৮টি দুষ্প্রাপ্য সামগ্রী ও প্রত্নবস্তু সংগ্রহের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল ও ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ইতিহাস ও ঐতিহ্য সংরক্ষণ করা।

৫। **বার্ষিক প্রতিবেদনে উল্লেখযোগ্য অন্য কোন বিষয় :** ---

৬। **বার্ষিক প্রতিবেদনে মুদ্রণের জন্য ছবি সংযুক্ত করতে হবে :**

বিঃ দ্রঃ - ই-মেইল মারফত মোট ২০(বিশ)টি ছবি প্রেরণ করা হলো।

৭। **উপসংহার :** প্রতিষ্ঠার পর থেকেই বান্দরবান ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট বান্দরবান পার্বত্য জেলা তথা বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের ১১টি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সংস্কৃতি সংরক্ষণ, লালন, উন্নয়ন ও বিকাশ সাধন এবং তাদের আচারআচরণ, রীতিনীতি ও জীবনধারার উপর গবেষণা কাজ পরিচালনা করে তাদের সংস্কৃতি চর্চা ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের মাধ্যমে তাদেরকে জাতীয় জীবনের মূল স্রোতোধারায় সম্পৃক্ত করার উদ্দেশ্যে ও ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর জনগণকে জাতীয় সংস্কৃতির সাথে পরিচিত করে তোলার লক্ষ্যে এ জেলার প্রতিটি এলাকায় সকল ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর জন্য বিভিন্ন ধরনের ব্যাপক কর্মকান্ড পরিচালনা করে যাচ্ছে। ফলশ্রুতিতে বান্দরবান পার্বত্য জেলার প্রতিটি উপজেলায়, বিশেষত দুর্গম ও প্রত্যন্ত এলাকায় বসবাসরত ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর জনগণকে জাতীয় সংস্কৃতির মূল স্রোতোধারার সাথে সম্পৃক্ত করা সম্ভবপর হয়েছে ও তাদের সাংস্কৃতিক জীবনধারার উপর গবেষণা পরিচালনাপূর্বক তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে অবদান রাখার অভূতপূর্ব সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

ইতিমধ্যে ইনস্টিটিউটের জন্য অবকাঠামোগত সুযোগসুবিধা ও অন্যান্য চাহিদা পরিপূরণের মাধ্যমে এ জেলার সকল স্তরের ব্যাপক জনগোষ্ঠী, বিশেষ করে সমাজের দরিদ্রতম অংশের লোকদের উপর শিক্ষা, সংস্কৃতি এবং কর্ম ক্ষেত্রে কাঙ্ক্ষিত প্রভাব বিস্তার করতে এ ইনস্টিটিউট সক্ষমতা লাভ করেছে। এর ফলস্বরূপ এ অঞ্চলে বসবাসরত ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সংস্কৃতি চর্চার মান উন্নয়ন ও বিকাশ সাধন উত্তরোত্তর ত্বরান্বিত হয়েছে এবং পুরুষের পাশাপাশি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মহিলাদের সাংস্কৃতিক জীবনধারা অধিকতর উন্নত ও বিকশিত হয়েছে। সর্বোপরি বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম তথা বান্দরবান পার্বত্য জেলায় বসবাসরত ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সুপ্রাচীন ও বৈচিত্র্যময় আদি সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলে ব্যাপক আকারে তুলে ধরতে এবং ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর লোকশিল্পীগণকে আবহমানকাল থেকে লালিত তাদের লোকসংস্কৃতির অমূল্য ভান্ডারকে সযত্নে লালন করে বিলুপ্তি ও বিকৃতির করাল গ্রাস হতে রক্ষা করতে আরও অনুপ্রাণিত করা সম্ভবপর হয়েছে। তাছাড়া এ অঞ্চলের সাংস্কৃতিক বিকাশ সমৃদ্ধতর করার পাশাপাশি নন্দন সংস্কৃতি এবং শিল্পকলার যুগোপযোগী বিকাশ সাধনের মাধ্যমে মানবসম্পদ উন্নয়ন করে পরোক্ষভাবে কর্মসংস্থানমূলক সুযোগসুবিধা প্রদানের ক্ষেত্রেও এ ইনস্টিটিউটের মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখার ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েছে।

অং মু চিং
পরিচালক (চলতি দায়িত্ব)
ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট
বান্দরবান।